‘কতদূরে আর নিয়ে যাবে বলো কোথায় পথের প্রান্ত’

ছোটবেলা থেকেই আমার গানের প্রতি আগ্রহ। সব গান নয়, জীবনের গানগুলো, যার ভাষা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনেকটাই ভুলে গেছি। মান্না দে-র একটা গান এরকম শুনেছিলাম: ‘কতদূরে আর নিয়ে যাবে বলো কোথায় পথের প্রান্ত, ঠিকানা হারানো চরণের গতি হয়নি কি তবু ক্লান্ত? পিছনের পথে উঠেছে ধূলির ঝড়, সমুখে অন্ধকার, বলো তবে কবে হবে অভিসার, তৃষিত আশারে করোনা গো তুমি ভ্রান্ত।’ স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনা আমার স্মৃতিতে সমুজ্জল। তখন আমি ছাত্র। উদ্দেশ্য মোটামুটি বুঝতাম, যা আজ ভ্রান্ত হতে চলেছে। যুদ্ধের পর থেকেই আমরা দিক হারিয়ে ফেললাম। মাঝপথে কম-বেশি উত্থান-পতন। বর্তমানে মহান নেতাদের ‘মুখে মধু পেটে বিষ’ খসলতের কারণে ঠিকানা হারানোর পথে। আজ তেপ্পান্ন বছর পর সেই ‘তৃষিত আশা’ মনে হয় ভ্রান্ত হতেই চলেছে। এভাবেই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি। প্রশ্ন জাগে, সেই ২০১৮ সাল থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে এত ঘোরপ্যাচ চলছে, যা তখন ক্ষমতাসীন দলের ভাষা শুনেই বুঝেছিলাম– এটার বাস্তবতা সামনে অনেক ভয়ঙ্কর হবে। এদেশে কথা তো বলা যায় না, বললেই ‘রাজাকার’ অভিধা কপালে জোটে। কারণ আমাদের রাজনীতিকদের ভাষা হচ্ছে, ছোটবেলায় শোনা রাক্ষক-খোক্কসদের গল্পের মতো। রাক্ষক-খোক্কসরা যেদিন অনেক দূরে যেত, সেদিন বলতো রাজবাড়ির আশপাশ থাকবে; আর যেদিন বলতো আশপাশ থাকবে, সেদিন তারা অনেক দূরে যেত। বলে এক, করে আরেক। মুখে এক, অন্তরে আরেক। আমার খারাপ লাগে অন্য কোথাও। এদেশের রাজনীতিকরা অধিকাংশই ডাহা মিথ্যাবাদি, যাদের কথার ওপর আদৌ নির্ভর করা যায় না। এঁড়ে গরুকেও গর্ভবতী বানিয়ে প্রচার করে। এরা দেশের শাশ্বত সামাজিক সংস্কৃতিটাকেই ধ্বংস করে ফেলেছে। যে কোনো সময় জিব সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেলতে পারে। স্বার্থ উদ্ধারে যে কোনো কথা বলে ফেলতে পারে। লজ্জা-শরম একবিন্দুও নেই, দায়িত্বশীলতার কোনো অস্তিত্ব নেই। কোটি কোটি লোক যে তাদেরকে দেখছে, এদেশে যে ভাত-খাওয়া ও চোখওয়ালা মানুষ অনেক আছে, তা তারা একেবারেই ভুলে যায় অথবা সাধারণ মানুষকে বোকা ভাবে। অন্যভাবে বলা যায়, লাঠিয়াল বাহিনীর নেতরা যা বোঝে, অন্য কেউ আর কিছুই বোঝে না, এমন ভাবে!

যেসব ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছে তাদের বয়স বড় জোর পঁচিশ বছর। সর্বনিম্ন বয়স সতেরো। আবার এখন তো স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও পথে নামছে। যাহোক ক্ষমতাসীন দল আজ দীর্ঘ দিন, কমপক্ষে ষোল বছর ধরে ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ ছাত্রছাত্রীদের মগজের মধ্যে অবিরামভাবে একটানা বিলিবণ্টন করে চলেছে এবং প্রতিটা গণমাধ্যমে, শিক্ষায় ও বচনে তাদের বিরোধী মতামত ও কর্মকাণ্ডকে জাতীয় ও স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে চলেছে। ছাত্রছাত্রীদের এত শিক্ষা দেওয়ার পরও তারা ‘রাজাকার’ হয়ে থাকলো, এটাই বড় আফসোস! ষোল বছর ধরে রাজাকার নিধন কোনো কাজে লাগছে না কেন? আমি দেখি, শুধু জামাত ও বিএনপির কেন, ক্ষমতাসীন দল যে কোনো মানুষের কাঁধে সকল দোষ চাপিয়ে, যে কোনো মানুষকে ‘রাজাকার-জঙ্গি’ ট্যাগ লাগিয়ে প্রয়োজনে গণমাধ্যমের সাহায্যে ‘উলঙ্গ’ কওে, বিদেশীদের কাছে দেশকে জঙ্গি বানিয়ে ক্ষমতা দখলে রাখার ও স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করতে কোনো দ্বিধা করে না। শেষে ছাত্রছাত্রীদের ‘রাজাকারের’ অভিধায় ভূষিত করতে গিয়েই না প্রকৃতির প্রতিশোধ বর্তমানে মাথায় এসে পড়েছে। ক্ষমতাসীনরা নিজেদের দেশসেবা ও সমাজসেবা কর্ম ভুলে গিয়ে শুধু ‘রাজাকার, রাজাকার, জঙ্গি-জঙ্গি’ ‘খেলা হবে’ করেই তো জামাতের জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব এদেশে এতটা বাড়িয়ে ফেললো। আমার কথা মিথ্যা কিনা কোনো সাইকোলজিস্টের মতামত নিয়ে দেখতে পারেন। গতকালও দেখলাম, ক্ষমতাধর একজন ‘মহান নেতার’ আলোচনায় আবু সাঈদের হত্যাকারি সেই পুলিশ সদস্যকে রাজাকারের ট্যাগ দেওয়ার কসরত চলছে। শুধু তাইবা কেন, পুরো আন্দোলনটাকেই বিশ্ববাসীর কাছে ‘রাজাকার ও জঙ্গিদের তাণ্ডব’ বানিয়ে উপস্থাপনের সেই বার বার করা পুরোনো টেকনিক আবার চাগান দিয়ে ওঠাচ্ছে। যে গরু লোনা মাটি চাটার স্বাদ পেয়ে গেছে, একটু ছাড়া পেলেই লোনা-মাটির সেই মাঠে দৌড়ে চলে যাবে। আমরা অপেক্ষা করছি

এবারও একই পুরোনো টেকনিক কতটা বাজারে খায়, সেটা দেখার। ক্ষমতাসীন এই দলটি স্বাধীনতার যুদ্ধ পর্যন্ত ভালো ভূমিকা রেখেছিল। এর পর থেকে তাদের যত অপকর্ম, ধোকাবাজি ও মিথ্যাচার দিয়ে সাধারণ মানুষের বিরাগভাজনে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের মনে তাদের এই বিকৃত কৃতকর্মের জন্য দারুণ ক্ষোভ।

ক্ষমতাসীনদের আজ এ ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা কেন? তাদেও উপলব্ধিতে আসা দরকার, কেনইবা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে দলীয় 'সোনারছেলেদের' লাঠি, চাপাতি, রামদা, কিরিচসহ সাধারণ মানুষের পোষা বেতনভূক অস্ত্রধারী সরকারি বাহিনী পথে নামিয়ে শত শত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ও মানুষের গুলি করেও ফেরানো যাচ্ছে না? এতে প্রমাণ করে ক্ষমতাসীন দল 'চেতনা, চেতনা'র ধুয়ো তুলে (কেউ বলেন চেতনার ব্যবসা করে) প্রকাশ্য যে যে অপকর্ম দেশব্যাপী চালিয়ে গেছে, প্রতিটা ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের কিছুই অবিদিত নয়। মানুষ দিনে দিনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ব্যাংক লুট, সর্বৈব মিথ্যাচার, অব্যবস্থা-অবিচার, দেশব্যাপী দুর্নীতির হোলি খেলা, নির্ভেজাল দলবাজি, দুষ্কৃতিকারীদের দলভূক্তকরণ, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেশের স্বার্থকে বহিঃশক্তির কাছে বিকীয়ে দেওয়া, অফিস-আদালত ও সমাজের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ, 'নির্মম গুমকাণ্ড' করে বিরোধী মত দমন, প্রকাশ্য নানা অভিনব পন্থায় বার বার গণতন্ত্র চুরি, হাজারে হাজার 'বালিশকাণ্ড', 'ছাগলকাণ্ড', 'বেনজির গংকাণ্ড' 'মতিউর রহমান গংকাণ্ড', এমপি আনার হত্যাকাণ্ড' সীমাহীন দ্রব্যমূল্যদণ্ড– ক'টার কথা বলবো! অসংখ্য এসব 'কাণ্ড' করে জনজীবন অতিষ্ঠ, দেশের কোষাগারশূন্য, দেশটা মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। সম্বল বিদেশী ঋণ, ঋণ করে ঘি খাওয়া আর উন্নয়নের বাহানা ও বিজ্ঞাপন, বাকিটা সিস্টেম লস, 'চাটার দল' প্রতিপালন। সবই নির্ভেজাল বাস্তবতা। এ অভিযোগ ও কথাগুলো আমার মতো সাধারণ মাস্টারের মুখে বলা শোভা পায়; অন্য যে কোনো রাজনৈতিক দলের মুখেও শোভা পায় না। আমি তো সেই স্বাধীনতার পর থেকে সব দলকেই দেখে আসছি। কেউ কম, কেউ বেশি, কেউবা অসহনীয় বেশি। সব দলের নৈতিক অবস্থা আমি জানি। এতে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি। ভাবি, স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শপথ করে বলেছিল কি, আর করছেটা কি! এই তেপ্পান্ন বছর সবকিছুই তো আমার চোখের সামনে ঘটছে। আমি একজন সাধারণ শিক্ষক, সাধারণ মানুষের দলে। আমি এক-চোখা শিক্ষক নই, সবকিছু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দু'চোখ দিয়ে দেখতে চাই। আমি জাতির ভবিষ্যৎকে দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের যৌক্তিক দাবির প্রতি আমার সমর্থন থাকাটাই স্বাভাবিক। ছাত্রছাত্রী না থাকলে শিক্ষক থাকে কি করে? ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিয়েও 'রাজনীতিকাণ্ড', ছাত্র নামের গুণ্ডা-পাণ্ডা-মস্তান পোষা চলছে। প্রয়োজনবোধে বিরুদ্ধ-মত দমন করতে গর্বভরে কারো পিছনে লেলিয়ে দেওয়া। আবার গান মনে পড়ছে। 'তুমি কতই যে রংগেরই খেলা জানো'।

এ আন্দোলনের প্রথম দিকে তো ইন্টারনেট স্বাভাবিক ছিল। অনেক ঘটনাই চলমান ক্যামেরাতে দেখেছি। তারপর ইন্টারনেট বন্ধ হবার পর প্রায় সব কথাই সরাসরি ফোনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাচ্ছি, বিদেশী সংবাদমাধ্যম থেকে পাচ্ছি। এবার সাধারণ মানুষকে ছাত্রছাত্রীদের সাথে পথে নামতে দেখেছি। ছাত্রছাত্রীদের সাথে সাধারণ মানুষও মরছে। মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে না বলে ধরে নিচ্ছি এটা সীমার বাইরে চলে গেছে। হাসপাতালের রেজিস্টার খাতাও উধাও। এছাড়া এটা তো মূলত গণহত্যা বলে অনেককেই বলতে শুনছি। আমার ধারণা, হেফাজতে ইসলামের শাপলা-চত্তর অবস্থান আন্দোলন জোরপূর্বক গুলির মুখে নস্যাৎ করার সাহস ক্ষমতাসীন দল আগেই দেখিয়েছে। বলা হয়েছিল, তারা লাল রং মেখে রাস্তায় শুয়ে ছিল; মৌলভিরা নিজেরাই বায়তুল মোকাররমের ইসলামি বই ও কোরআনশরীফ পুড়িয়েছে। আমি যেহেতু শিক্ষক, সব দলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক। কেউ আমাকে কোনো দলের পক্ষে-বিপক্ষে কোনোদিন দেখেনি। সব দলেই আমার ছাত্রছাত্রী আছে; সবাই আমাকে বিশ্বাস করে। আমি অনেক খবর জানি, কারণ আমি কোনো দলকানা নই। সেই 'গণহত্যার' সাহস বর্তমানেও ক্ষমতাসীনদের পেয়ে বসেছিল। হেফাজতে ইসলাম দমনের মৃতের সঠিক খতিয়ান যেমন কোনোদিন

আর পাওয়া যাবে না; তেমনি ছাত্র আন্দোলনের মৃতের সঠিক হিসাব হয়তো কোনোদিনই জানা সম্ভব হবে না। তবে এসব বিষয়ের সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। কারণ বাক্য যত দীর্ঘই হোক না কেন, কোথাও না কোথাও গিয়ে যতিচিহ্ন একটা অবশ্যই থাকবে। জীবনের কোনো কিছুই আনপেইড থাকে না। বিশ্বটা এভাবেই চলে আসছে। স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছর পর আবারো স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যুদ্ধের কথা নতুন করে বলতে অনেকের মুখে শুনছি। আমি দ্বিতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন বলতে নারাজ। এটা অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যাচার, আইনহীনতা, লুটপাট ও দুরাচারবৃত্তি, নির্বিচার নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমী সকল পেশার স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের দেশ,স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে পেছানোর কোনো সুযোগ নেই। আমি শিক্ষক হিসেবে সব পর্যায়ের শিক্ষকদেরকে এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে বলি। ক্ষমতাসীন দলকে ভালোই ভালোই ক্ষমতা ছাড়তে বলি। অন্তত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে বলি। ক্ষমতায় তো অনেক বছর যে কোনোভাবেই হোক আকড়ে ধরে দিন পার হয়ে গেল, এর থেকে খারাপ অবস্থায় গেলে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। নাকি এতটা বছর ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করার পরও তিয়াস মেটেনি, ঠিকাণায় পৌঁছা আজও সম্ভব হয়নি? 'কতদূরে আর নিয়ে যাবে বলো কোথায় পথের প্রান্ত, ঠিকানা হারানো চরণের গতি হয়নি কি তবু ক্লান্ত?' কতদূর, আর কতদূর? এর পরিণতি কোথায়? রাতের হুতুম পেঁচা তার ধু-ধু-ধু শব্দে অনেক অলক্ষুণে কথা বলে যেতে চাই, সেসব কথা মুখে উচ্চারণ করতে গা শিউরে ওঠে। বলতে ইচ্ছে করে 'বালাই ষাট'। কিন্তু খুটোর জোরে পাঠা কোঁদা দেখলে অনেক অলক্ষুণে কথা মনে ভেসে ওঠাটাই স্বাভাবিক। এখানেই যত সমস্যা।

হয়তো অন্তবর্তীকালীন সরকারের কথা অনেকেই ভাববেন। আমি একজন সাধারণ শাশ্বত শিক্ষক হিসেবে নিজেও সেটা দেখতে চাই। গতানুগতিক কোনো অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রতি আমার আস্থা নেই। আমি সকল অন্যায়-অবিচার, মিথ্যাচার, দুরাচার, দুর্নীতি, দলবাজি, পক্ষপাতিত্বের শেকড় নির্দ্বিধায়-নিঃসংকোচে উপড়ে ফেলতে চাই। আগাছা পরিস্কার চাই। এবারের সরকারকে যত বছরই লাগুক অসংখ্য হাজার হাজার কঠিন কাজ করতে হবে। হতে হবে দূরদর্শী, স্বাধীনতা যুদ্ধের আশা পূরণকারী, সংবিধান পরিবর্তনকারী, জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষাকারী, রাজনৈতিক দলের জবাবদিহিতা আনয়নকারী, নতুন বাংলাদেশের দিশারি। অনেক কথা জনসমক্ষে বলার আছে, হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখার আছে। প্রয়োজন কলমের ও কথার স্বাধীনতা। পত্রিকায় বার বার লিখি, এত সুন্দর একটা সুজলা-সুফলা সোনার দেশ। তার অদৃষ্ট এত দুর্ভাগ্যজনক ও অকার্যকর হবে এটা হতে পারে না, কোনোক্রমেই হতে পারে না। সকলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এটাই কামনা।

(দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় ০৫.০৮.'২৪ তারিখ প্রকাশের জন্য লেখাটি ০৩.০৮.'২৪ তারিখে পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে সরকারব্যবস্থার পতন ঘটে। পরে প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে বিধায় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি।)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।